'সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করার জন্য রয়েছে সমগ্র দুনিয়া'

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

সূত্র: তারিখ:

'.....অনুশোচনার দিনতো আজ নয়-আজ দিন আগুনের মত জ্বলে ওঠার, রক্তের ঋণ রক্তের দামে শোধ করার।' - চারু মজুমদার

বিবৃতি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক অমর কমরেড নাম্বালা কেশব রাও বাসবরাজসহ সকল শহীদ বিপ্লবী কমরেডদের প্রতি পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)'র শ্রদ্ধাবনত রক্তিম অভিবাদন।

গত ২১ মে ২০২৫, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদকে উৎখাত করে নয়াউপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের স্বাধীন গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজসহ কমরেড নাগেশ্বর রাও মধু ওরফে জং নবীন, সঙ্গীতা, ভূমিকা, বিবেক, চন্দন, গুড্ডু, রামে, লালসু, সুরিয়া, মাসে, কমলা, নাগেশ, রাঘো, রাজেশ, রবি, সুনিল, সারিতা, রেশমা, রাজু, যমুনা, গীতা, হুঙ্গী, সানকি, বদ্রু, নিলেশ, সনজু এবং নাম না জানা আরও ১জনসহ ২৮ জন বীর কমরেড । সিপিআই (মাওবাদী)'র দণ্ডকারণ্য বিশেষ জোনাল কমিটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর সরকারের সাথে আলোচনার জন্য যখন অনুকূল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করছিল, ঠিক তখনই রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে এক লক্ষের উপর সামরিক, আধাসামরিক, গোয়েন্দা পুলিশ, স্পেশাল ফোর্সসহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সমগ্র এলাকাকে ঘিরে ফেলে অতর্কিতে আকাশ ও স্থলপথে সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে হত্যা করে নয়াভারতের মহান কারিগরদের। আমরা এই কাপুরুষচিত হামলা ও হত্যাকাণ্ডের তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানাই, সাথে সাথে মৃত্যুঞ্জয়ী সকল শহীদ কমরেডদের জানাই রক্তিম অভিবাদন।

সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা গণহত্যা চালিয়ে বিপ্লবের গতিকে রোধ করতে চাইছে। তা হবার নয়- কারণ আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর এই ভারতীয় বীর যোদ্ধারা চেয়ারম্যান মাও এর আদর্শে অনুপ্রাণিত। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন 'পৃথিবীর মানুষের সাহস থাকতে হবে, লড়াই করার সাহস থাকতে হবে, এবং কোনও কষ্টকে ভয় করা চলবে না। যখন সামনের লোকেরা পড়ে যাবে তখন পিছনের লোকেরাও তাদের অনুসরণ করবে। এইভাবে, পৃথিবী মানুষের হবে এবং সমস্ত রাক্ষস নির্মূল হবে।' এই বীরেরা ভারতবর্ষে মাওবাদের প্রথম সফল প্রয়োগবিদ, সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথম সামাজিক বিপ্লবের রূপকার, ঐতিহাসিক নকশালবাড়ীর স্রষ্টা মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদারের শিষ্য, যিনি বলেছেন- ' কমরেড, রক্তঝরা পথই তো একমাত্র পথ।

'সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করার জন্য রয়েছে সমগ্র দুনিয়া'

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

সূত্র: তারিখ:

মানুষের মুক্তির জন্য মূল্য দেবনা, এ তো হতে পারে না। আমাদের উপর প্রত্যেকটি আঘাতই বেদনাদায়ক এবং বেদনা থেকেই জন্ম নেয় মহত্তর ত্যাগের দৃঢ়তা এবং শত্রুর প্রতি তীব্রতম ঘৃণা-এ দুটো জিনিষ যখন চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার (মাওবাদের) সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সৃষ্টি হয় সেই নতুন মানুষ-যে মানুষের জন্মের দিকে তাকিয়ে আছে সারা ভারতের অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষ, দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক। এই দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক যেদিন জন্ম দেবে সেই নতুন মানুষকে তাদের নিজেদের মধ্যে, সেদিন সমস্ত চোখের জল মুছে সারা ভারতবর্ষের মানুষ হেসে উঠবে, সে কী প্রবল প্রাণবন্যা বয়ে যাবে সারা ভারতবর্ষে, উজ্জ্বল তারার মত জ্বলে উঠবে আমাদের দেশ-সারা পৃথিবীকে করবে আলোকিত। সেই আমাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ বাস্তব রূপ পাবে কত মানুষের আত্মদানের মধ্যদিয়ে। এই প্রত্যেকটি মৃত্যু যে পাহাড়ের মত ভারী, কারণ তারা যে আমাদের চাইতে অনেক বড় মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছিল, তাইতো তাদের মৃত্যু লক্ষ লক্ষ জীবন সৃষ্টি করবে। তাইতো এ পথের ধুলো চোখের জলেই ভেজাতে হয়, রক্ত দিয়েই দৃঢ় করতে হয়।' সুতরাং কমরেডস অনুশোচনার দিনতো আজ নয়-আজ দিন আগুনের মত জ্বলে ওঠার, রক্তের ঋণ রক্তের দামে শোধ করার। আমরাও পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) পূর্ববাংলায় নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার মধ্যদিয়ে সারা পৃথিবীর বিপ্লবীদের হত্যার বদলা নিব। প্রতিটি মৃত্যুই নতুন জীবনের জন্ম দেয়-এই আটাশটি জীবন দান যে নতুন ফসল তুলবে তারই আশ্চর্য খবরের জন্য এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। শহীদ কমরেডরা অমর হোক।

প্লাবন

২৮ মে ২০২৫ পক্ষে

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল), কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি